শব্দার্থ ও টীকা

6

গদ্যপাঠ

6.1 প্রস্তাবনা

আমরা ব্যবহারিক জীবনে, মুখে সব সময় যে ভাষায় কথা বলি তা গদ্য ভাষা। গদ্য ভাষা মাত্রেই সাহিত্যের ভাষা নয়। গদ্য ভাষা যখন আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে তার মধ্যে চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতি প্রকাশ করে তখন সেই গদ্য সাহিত্যিক গদ্য হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ছন্দবদ্ধ রচনা যা পদে বাঁধা থাকত বলে তাকে বলা হয় পদ্য। গদ্য ছিল মুখের, দলিল দস্তাবেজের এবং চিঠিপত্রের ভাষা। পোর্তুগিজ ও ইংরেজ মিশনারিদের হাতে বাংলা গদ্য লেখার সূচনা। উইলিয়াম কেরির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ব্যাপক ভাবে গদ্যে বই লেখা শুরু হয়। আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শব্দ-বহুল সে-সব গদ্যের ভাষা অতি দুর্বোধ্য। উদ্ভব ও বিকাশের পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে ক্রমে গদ্যের আবির্ভাব ঘটে। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের বিশিষ্ট লেখক।

দুর্বোধ্য = বোঝা কঠিন।
উদ্ভব = উৎপত্তি

6.2 উদ্দেশ্য

পাঠটি পড়ে আপনি :

- বাংলা গদ্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করতে পারবেন;
- মুখের গদ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক গদ্য ভাষার পার্থক্য করতে পারবেন;
- বাংলায় গদ্যে লেখা প্রথম দিককার বই সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন;
- যাঁদের হাত ধরে বাংলা গদ্য চলতে শুরু করল তাঁদের সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- বাংলা গদ্য সাহিত্যের সাধু রীতি ও চলিত রীতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন;
- বাংলা উপন্যাস ও উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- বাংলা ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন;
- বাংলা নাটকের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

6.3 বিষয়ের রূপরেখা

6.3.1 সাধুগদ্য ও চলিত গদ্য

বাংলা গদ্য ধারা প্রধানত ২টি রীতিতে লিখিত হয়— সাধুগদ্যরীতি ও চলিত গদ্যরীতি। সাধুগদ্যরীতি হল লিখিত গদ্যের এমন রীতি যাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব খুব বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত গদ্যে ছিল সাধু রীতির প্রভাব। সাধু গদ্যরীতিতে যাঁরা অবদান রেখেছিলেন এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফোর্ট উইলয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির জন্য আপনি যে বাংলা পাঠ্য বইটি ব্যবহার করবেন তার মধ্যে 'গ্যালিলিয়', 'বিড়াল', 'সব্যসাচী' রচনাগুলি সাধু গদ্যে রচিত।

অন্যদিকে চলিত গদ্যে কথ্য ভাষার প্রচলিত ভঙ্গি প্রাধান্য পায়। এ জন্য চলিত রীতিতে সংস্কৃত নয় এমন অনেক শব্দ অনায়াসে ব্যবহৃত হয়। চলিত রীতির গদ্যে চলার বেগ প্রবল বলে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদগুলিকে ছোটো করে নেওয়া হয়।। অন্য দিকে সাধুভাষার বেগ একটু মন্থর। তাই সেখানে দীর্ঘ ক্রিয়াপদ ও দীর্ঘ সর্বনাম পদ বসে। যেমন, 'তাহারা খাইয়াছে', কিন্তু চলিত ভাষায় এই বাক্যটি হয় 'তারা খেয়েছে'।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকরা কথ্য ভাষাকে লেখার কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কথ্য ভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে লিখলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। উৎকৃষ্ট চলিত গদ্য না হলেও এই গ্রন্থের ভাষা 'আলালী ভাষা' রূপে খ্যাতিলাভ করে। চলিত ভাষার বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্যারিচাঁদ মিত্রের চলিত গদ্যে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য সাধু ও চলিতের মিশ্রণ থেকে মুক্ত। তাঁর চলিত ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। চলিত রীতি বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে। আপনার পাঠ্য বই-এর 'শিলাইদহ থেকে', 'অতীতের বোঝা', 'অনাচার' ইত্যাদি চলিত ভাষায় লেখা।

বাংলা গদ্য ভাষা বিকাশের প্রধান ধারাগুলি হল— (ক) কথাসাহিত্য (খ) প্রবন্ধ সাহিত্য (গ) নাট্য সাহিত্য। নীচে এই ৩টি ধারা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.1

ক) একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) বাংলা গদ্যের লিখনরীতি কী কী?

(২) কোন্ সময় পর্যন্ত সাধু গদ্য রীতি প্রধান ছিল?

(৩) চলিত গদ্যে কোন্ রীতি প্রাধান্য পায়?

(৪) চলিত গদ্য রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদগুলি কেমন হয় দুটি উদাহরণ দিয়ে দেখান।

(৫) চলিত গদ্য ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখকের নাম করুন।

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান:

(১) বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন ১. ....., ২. .....।

(২) 'আলালী ভাষা' হচ্ছে .....।

(৩) সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের একটি পার্থক্য হল সাধুগদ্যে ....., চলিত গদ্যে .....।

(৪) কালীপ্রসন্ন সিংহের চলিত গদ্যের রূপটি পাওয়া যায় ..... বইটিতে।

6.3.2 বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভাজন

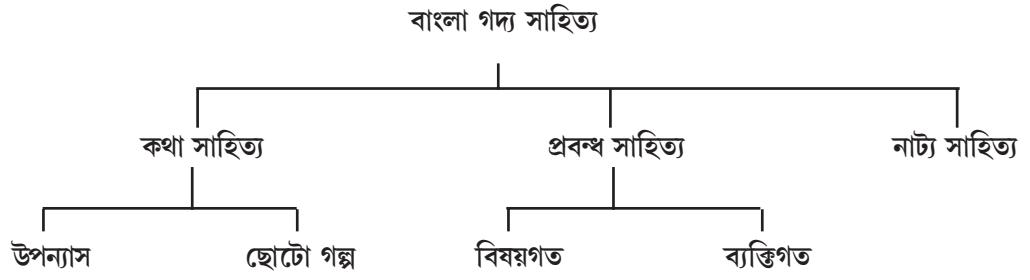

কথা সাহিত্য :

কথা সাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা— (ক) উপন্যাস (খ) ছোটোগল্প।

উপন্যাস:

ঘটনার ঘনঘটায় আধুনিক গদ্যে রচিত মানবজীবনের বাণীরূপ হল উপন্যাস। প্লট, চরিত্র, সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত, পটভূমি ও জীবনদর্শন— এই ৬টি উপন্যাসের উপাদান।

প্লট = এখানে মূল কাহিনি-সূত্র।

হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের লেখা বাংলায় প্রথম উপন্যাস 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) প্রথম দিকের রচিত উপন্যাস, যদিও কোনটিই সার্থক উপন্যাস নয়। বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতকের তিনিই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি পূর্ববর্তী কোনো রচনার ধারাকে অনুসরণ করেননি। বরং তাঁর উপন্যাস রচনার ধারা পরবর্তী রচয়িতাদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রোমান্স রসাশ্রয়ী উপন্যাসের ধারা ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে।

অনুসৃত = অনুসরণ করা হয়েছে।

বিষয় অনুসারে বাংলা উপন্যাসের প্রধান ধারাগুলি হল ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, রোমান্সধর্মী উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস প্রভৃতি। কয়েক ধরনের উপন্যাসের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস:

ইতিহাসের কাহিনি ও মানবচরিত্রের সার্থক সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ইতিহাসের সত্য' এবং 'মানব সত্যের' সার্থক মিশ্রণেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব। একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' (১৮৮২)

ঐতিহাসিক = ইতিহাস সংক্রান্ত।

সামাজিক উপন্যাস:

একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামো, সামাজিক চরিত্র এবং সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত অবলম্বনে রচিত উপন্যাসকে বলা হয় সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে লেখকের একটি বিশেষ বক্তব্য থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) সামাজিক উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া রোমান্সধর্মী উপন্যাসে বাস্তবের চেয়ে কল্পনা প্রাধান্য পায়— যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। রাজনৈতিক উপন্যাসে কোনো রাজনৈতিক পটভূমি ব্যবহৃত হয়। যেমন, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ এলাকার জনজীবনের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়। যেমন তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'।

ঘাত-প্রতিঘাত = ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 6.2

ক) দুটি অংশ ঠিকমতো যুক্ত করুন :

(১) বাংলা গদ্য সাহিত্যকে প্রধান	(i) কথা সাহিত্যে একটি ভাগ।
(২) কথা সাহিত্যের প্রধান একটি ধারা	(ii) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(৩) প্রবন্ধ সাহিত্য	(iii) তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।
(৪) বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা	(iv) রাজসিংহ।
(৫) বাংলায় একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম	(v) ছোটোগল্প।

6.3.3 ছোটোগল্প :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ছোটোগল্পের জন্ম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শিল্পকর্ম ছোটোগল্প। ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (ক) ছোটোগল্পে একটি মাত্র বস্তুকে একমুখীভাবে পাওয়া যাবে। (খ) গল্পের মধ্যেকার অন্যান্য ঘটনা ও চরিত্রগুলি একমুখীনতাকে সাহায্য করবে। (গ) ছোটোগল্পে একটি মাত্র চরমক্ষণ (Climax) থাকবে। (ঘ) এর শুরু হবে হঠাৎ এবং ব্যাপ্তির মধ্যে থাকবে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাই ছোটোগল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা—

চরমক্ষণ = সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি।
ব্যাপ্তি = প্রসার, ছড়ানো।
সংজ্ঞা = পরিচয় জ্ঞাপক।
বিস্মৃতি = ভুলে যাওয়া।

''ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা'
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।''

রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম লেখক। তাঁর 'অতিথি', 'কঙ্কাল', 'নষ্টনীড়', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্পগুলি ছোটোগল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটোগল্পের বিশিষ্ট লেখক। আপনার পাঠ্য বই-এর 'কালাপাহাড়' ও 'অনাচার' বাংলা ছোটোগল্পের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.3

ক) শূন্যস্থানে যথাযথ তথ্য দিয়ে পূরণ করুন :

(১) ছোটোগল্পের জন্ম হয় .....।
(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যটি লিখেছেন .....।
(৩) কয়েকটি ছোটোগল্পের নাম .....।
(৪) ছোটোগল্পে চরমক্ষণ .....।

খ) নীচের প্রশ্নগুলির দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞামূলক কবিতাটি লিখুন।

(২) ছোটোগল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(৩) ছোটোগল্পে কীসের ব্যঞ্জনা থাকে?

শব্দার্থ ও টীকা

6.3.4 প্রবন্ধ :

গদ্যসাহিত্যের আর-একটি উল্লেখযোগ্য ধারা প্রবন্ধ। প্রবন্ধ মানে প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন যুক্ত রচনা। কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় উপস্থাপিত করা এবং যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। রচনারীতির দিক থেকে প্রবন্ধকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— (ক) বিষয়গত ও (খ) ব্যক্তিগত।

কাঠামো = ছক।

6.3.5 বিষয়গত বা বস্তুগত প্রবন্ধ :

যে প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে কোনো বিষয় বা বস্তুকেই উপস্থাপিত করা হয় তাকে বলা হয় বিষয়গত প্রবন্ধ। বিষয়গত প্রবন্ধে কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। তাই এখানে তথ্য ও যুক্তির প্রাধান্য দেখা যায়।

উপস্থাপিত = উপস্থিত করা হয়েছে।

6.3.6 ব্যক্তিগত ও আত্মগত প্রবন্ধ :

ব্যক্তিগত প্রবন্ধে বিষয় অপেক্ষা লেখকের ব্যক্তিহৃদয়কেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে এই শ্রেণির প্রবন্ধে যুক্তি ও তথ্যের বদলে কল্পনাপ্রবণতা, আত্মগত চিন্তাভাবনা, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রাধান্য পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিচিত্র প্রবন্ধে’র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি ব্যক্তিগত বা আত্মগত প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া প্রবন্ধ বিভাগে আছে স্মৃতিমূলক, ভ্রমণসাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা মূলক, রাজনীতিমূলক, ডায়েরি, পত্রাবলি ইত্যাদি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঊনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক। স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবন-স্মৃতি’। ‘রাশিয়ার চিঠি’ পত্র-সাহিত্যের, ‘সাহিত্যের পথে’ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের উদাহরণ।

আত্মগত = নিজের সম্বন্ধে।
প্রকৃষ্ট = বিশেষ উপযুক্ত।
প্রাবন্ধিক = প্রবন্ধ লেখেন যিনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.4

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) প্রবন্ধকে ক'টি ভাগে ভাগ করা যায়?

(২) বিষয়গত প্রবন্ধে কার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়?

(৩) একটি বিষয়গত প্রবন্ধের উদাহরণ দিন।

(৪) একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উদাহরণ দিন।

(৫) তিনজন প্রাবন্ধিকের নাম লিখুন।

খ) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

(১) প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কী?

(২) বিষয়গত প্রবন্ধ কাকে বলে?

শব্দার্থ ও টীকা

(৩) ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যটি লিখুন।
(৪) বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ছাড়াও আরও দুই প্রকার প্রবন্ধের উল্লেখ করুন।
(৫) 'জীবন-স্মৃতি' কোন্ শ্রেণির প্রবন্ধের অন্তর্গত?

6.3.7 নাট্যসাহিত্য :

বাংলা সাহিত্যের আর-একটি ধারা— নাটক :

বাংলায় নাটকের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। নাটক একটি দৃশ্যকাব্য। তবে তা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়। নাট্যকার ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে বাস্তবের একটি চিত্র তুলে ধরেন। দর্শকের কাছে ওই ঘটনা ও চরিত্রগুলি অতি পরিচিত বলে মনে হয়। নাট্যকার নাটকের মধ্যে দিয়ে নাটকের দ্বন্দ্বের ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন।

হুবহু = অবিকল।
চিত্রণ = আঁকা।
দ্বন্দ্ব = পরস্পরের বিরুদ্ধতা।

(i) বাংলা নাটকের শ্রেণিবিভাগ:

ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসনধর্মী প্রভৃতি নানাধরণের নাটক বাংলায় রচিত হতে থাকে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(ii) ট্রাজেডি :

একটি বিরাট চরিত্রের পতনের কাহিনিই হল ট্রাজেডি। মানুষ অজ্ঞানতাবশত কোনো ভুল বা অন্যায় করে নিশ্চিত ধ্বংস বা মৃত্যুকে ডেকে আনে। সব কিছুকে হারিয়ে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ট্রাজেডির পরিণতি বিয়োগান্ত হতে পারে, কিন্তু বিয়োগান্ত হলেই ট্রাজেডি হয় না। ট্রাজেডির চরিত্রটি হবে—

বিয়োগান্ত = মৃত্যুতেই শেষ।

ক) ভালো ও মন্দের মাঝামাঝি;
খ) চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পাবে;
গ) চরিত্রটি হবে বাস্তবসম্মত;
ঘ) চরিত্রটির আচরণ থাকবে দ্বন্দ্বময়।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' একটি সার্থক ট্রাজেডি নাটক। পরিণতিতে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে। কুঞ্জের হাতে কুকুরের কামড়ে দেওয়া এবং রক্তপাত, প্রধানের যন্ত্রণা, রাধিকার সমবেদনা একদিকে দর্শকের মনে বেদনা জাগায়, আবার দুঃখের মধ্যেও রাধিকার পতিপ্রেম দর্শকের মনে আনে এক প্রশান্তি যা ট্রাজেডির লক্ষণ।

(iii) কমেডি :

অসঙ্গতি = বেখাপ্পা।

কমেডি গ্রিক শব্দ, এর পরিণতি মিলনান্তক। কথার সঙ্গে কাজের, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির যে অসঙ্গতি, তার থেকেই জন্ম হয় কমেডির। কমেডি নাটকের পরিণতি হাস্যরস। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কমেডির উদাহরণ। কমেডিতে হাসির আড়ালে থাকে প্রচ্ছন্ন বেদনা।

(iv) প্রহসন :

প্রহসনও কমেডি পর্যায়ের। তবে এখানে থাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের প্রাধান্য। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের চমৎকার উদাহরণ।

(v) একাঙ্ক নাটক :

একটি মাত্র সমস্যা বা একটি মাত্র মুহূর্তের চিত্রণ ঘটে একাঙ্ক নাটকে। বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ একাঙ্ক নাটকের চমৎকার দৃষ্টান্ত। আপনার পাঠ্য বইয়ের উৎপল দত্ত রচিত ‘নীলকণ্ঠ’ নাটকটি একাঙ্ক নাটক।

(vi) পৌরাণিক নাটক :

সাধারণভাবে পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটককে বলা হয় পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক নাটকে দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। তবে পুরাণের কাহিনি থাকলেই পৌরাণিক নাটক হবে না। কাহিনিতে থাকতে হবে ভক্তিরসের প্রাধান্য। দৈবশক্তির কাছে মানবশক্তি পরাজিত হয়। বাংলায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যকার। ‘জনা’, ‘বিল্বমঙ্গল’ গিরিশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট রচয়িতা।

শব্দার্থ ও টীকা

অঙ্ক = নাটকের একটি অংশ।

মাহাত্ম্য = মহিমা।

দৈবশক্তি = দেবতা প্রদত্ত বা অলৌকিক শক্তি।

(vii) ঐতিহাসিক নাটক :

ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসের কাহিনি বা চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক। তবে ইতিহাসের কাহিনির মধ্যে মানব রস সঞ্চারিত না হলে ঐতিহাসিক নাটক সার্থক হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপকার এবং তাঁর লেখা ‘শাজাহান’, ‘চন্দ্রগুপ্ত’ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক।

(viii) সামাজিক নাটক :

যে নাটকে সমাজচিত্রের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তাকে সামাজিক নাটক বলে। সামাজিক নাটকের আঙ্গিকে মানবজীবনের দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’ সামাজিক নাটকের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘পরপারে’, তুলসী লাহিড়ির ‘ছেঁড়া তার’, বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক।

(ix) রূপক-সাংকেতিক নাটক :

যে নাটকে একটি বক্তব্য বা বিষয়কে প্রকাশের জন্য একটি রূপক বা সাংকেতিকতার সাহায্য নেওয়া হয় তাকে বলা হয় রূপক-সাংকেতিক নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ রূপক-সাংকেতিক নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাংকেতিক = ইশারা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে এমন।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.5

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) বাংলায় নাটকের জন্ম কোন্ সময় থেকে?
(২) নাটকের শ্রেণিবিভাগগুলি লিখুন।
(৩) একটি ট্র্যাজেডি নাটকের উল্লেখ করুন।
(৪) কমেডি কোন্ ভাষার শব্দ লিখুন।
(৫) কমেডি নাটকের পরিণতি কী?
(৬) ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’— এটি কোন্ ধরণের নাটক?
(৭) নীলদর্পণ কোন্ শ্রেণির নাটক?
(৮) পৌরাণিক নাটকটি কার লেখা— কোন্ শ্রেণির নাটক?
(৯) একটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম লিখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

(১০) 'প্রফুল্ল' নাটকটি কার লেখা— কোন শ্রেণির নাটক?

(১১) রূপক সাংকেতিক নাটকে বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশের জন্য নাট্যকার কীসের সাহায্য নেন?

খ) নীচের প্রশ্নগুলির দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) নাটকে নাট্যকার কী ফুটিয়ে তোলেন?

(২) ট্রাজেডি চরিত্রের লক্ষণগুলি লিখুন।

(৩) কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(৪) ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? একটি সামাজিক নাটকের নাম লিখুন।

(৫) রূপক-সাংকেতিক নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

6.4 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা গদ্য ভাষার জন্ম-সময়ের কথা;
2. বাংলা গদ্য ভাষার জন্মের প্রথম লগ্নে কী ধরণের গদ্য রচিত হয়েছিল;
3. প্রথম দিককার বাংলা গদ্যে লেখা বইগুলির নাম;
4. গদ্য লেখকদের কথা;
5. বাংলা গদ্যের সাধু ও চলিত রীতি রূপটি সম্বন্ধে ধারণা;
6. বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন, শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ;
7. বাংলা ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের রূপরীতির জ্ঞান;
8. বাংলা নাটকের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যগুলির ধারণা।

6.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক আটটি বাক্যে উত্তর দিন :

1. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে অনধিক আটটি বাক্য লিখুন।
2. বাংলা গদ্যে চলিত গদ্যরীতি কখন থেকে শুরু হয়? বাংলাতে চলিত গদ্য রীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
3. উপন্যাস কী? উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
4. ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ছোটোগল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি লিখুন।
5. বিষয়গত ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পার্থক্য লিখুন, একটি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
6. নাটক কী? নাটকের শ্রেণিবিভাগগুলি লিখুন।
7. ট্রাজেডি ও কমেডি নাটকের পার্থক্য দেখান।
8. ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

শব্দার্থ ও টীকা

6.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

6.1

ক) (১) সাধু ও চলিত।
(২) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।
(৩) কথ্য ভাষার প্রচলিত ভঙ্গি।
(৪) (i) উহারা (সাধু) - ওরা (চলিত), (ii) লিখিত (সাধু) - লিখত (চলিত)
(৫) প্রমথ চৌধুরী।

খ) (১) (১) প্যারীচাঁদ মিত্র, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহ।
(২) 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থের ভাষা।
(৩) সংস্কৃত রীতির প্রাধান্য, চলিত গদ্যের ভঙ্গি।
(৪) 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়।

6.2

ক) (১) — (iii)
(২) — (v)
(৩) — (i)
(৪) — (ii)
(৫) — (iv)

6.3

ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন।
(২) 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায়।
(৩) 'অতিথি', 'কঙ্কাল', 'নষ্টনীড়'।
(৪) একটি।

খ) (১) 6.3.3-এর ছোটোগল্প অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(২) 6.3.3-এর ছোটোগল্প অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(৩) শুরু হঠাৎ— শেষ হঠাৎ— ব্যাপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা।

6.4

ক) (১) দুটি।
(২) বিশেষ কোনো বিষয়ের উপর।
(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ।

শব্দার্থ ও টীকা

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

(৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত।

খ) (১) 6.3.5-এর প্রবন্ধ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(২) 6.3.5-এর 'বিষয়গত প্রবন্ধে'র অংশটি দেখুন।

(৩) 6.3.6-এর 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে'র অংশটি দেখুন।

(৪) (i) ভ্রমণ সাহিত্যমূলক 'রাশিয়ার চিঠি', (ii) সাহিত্য আলোচনামূলক 'সাহিত্য পথে'।

(৫) স্মৃতিমূলক।

6.5

ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।

(২) কমেডি, প্রহসন, একাঙ্ক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রূপক-সাংকেতিক নাটক।

(৩) বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'।

(৪) গ্রিক শব্দ।

(৫) মিলনান্তক।

(৬) প্রহসন।

(৭) সামাজিক নাটিকা।

(৮) দেবতাদের।

(৯) চন্দ্রগুপ্ত।

(১০) 6.3.15 -এর 'সামাজিক নাটক' অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।

(১১) রূপক সাংকেতিকের।

খ) (১) 6.3.7-এর 'নাট্যসাহিত্য' অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ'টি দেখুন।

(২) ভালো মন্দের মাঝামাঝি— চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা— চরিত্রটি বাস্তবসম্মত— আচরণ দ্বন্দ্বময়।

(৩) 6.3.7-এর 'কমেডি' ও 'প্রহসন' অংশটি দেখুন।

(৪) 6.3.7-এর 'ঐতিহাসিক নাটক' অংশটি দেখুন।

(৫) 6.3.7-এর 'রূপক সাংকেতিক' অংশটি দেখুন।

সমধর্মী গ্রন্থ

1. গদ্য লেখকদের পরিচিতির জন্য পড়ুন 'বাংলা সাহিত্য শাখা'— শিশিরকুমার দাশ।
2. গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে সমধর্মী বই— (১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— সুকুমার সেন, (২) বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা— গোপাল হালদার।